কাউন্টারভেইলিং বিষয়ক নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

এপ্রিল-২০০৮

সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ৫.০০ এর সংশোধনঃ

নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৫.০১(পৃ-৩)-এর ৭, ৮ ডটে ''বিক্রয় মূল্য'' শব্দটির পরিবর্তে ''মূল্য '' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে ।

ডাম্পিং এর মাত্রা সংক্রান্ত পরিভাষা সংশোধন ঃ

এন্টি-ডাম্পিং কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিভাষার ডাম্পিং-এর মাত্রা(পৃ-৮)-এর ''(ফ্যাক্টরীতে উৎপাদনের বা এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে)'' শব্দগুলির পর ''স্বাভাবিক মূল্য ও রপ্তানি মূল্যের'' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হবে ।

নগণ্য মাত্রার ডাম্পিং সংক্রান্ত পরিভাষা সংশোধন ঃ

এন্টি-ডাম্পিং সংক্রান্ত পরিভাষার নগণ্য মাত্রার ডাম্পিং (পৃ-৮)-এর ''Deminimise'' শব্দটির পরিবর্তে ''de minimis'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হবে ।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নং-বিটিসি/বাঃপ্রঃ/কমিটি/১০৫/০৭ তারিখঃ ১৩-০৯-২০০৭ইং

বুকলেট

বিষয় ঃ কাউন্টার ভেইলিং মেজার্স সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি এবং বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত বিধি

আমদানীকৃত অনেক পণ্য রপ্তানীকারক দেশের বাজার দর অপেক্ষা কম দামে বাংলাদেশে আমদানী করা হয় মর্মে বিভিন্ন সময় অভিযোগ করা হয়ে থাকে। রপ্তানিকারক দেশের এ ধরনের রপ্তানি সরকারের ভর্তুকি প্রদানের ফলে হতে পারে। এরূপ ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্থানীয় শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এমতাবস্থায়, বিশ্বায়নের এ যুগে মুক্ত বাজার অর্থনীতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির শর্তানুযায়ী Fair Trade বা নৈতিক বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের উপর ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক (Countervailing Duty) আরোপের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপের পূর্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকে যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন করতে হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী তদন্তকাজ পরিচালনা করতে হয়।

১.০০ ভর্তুকির প্রকৃতি ঃ-

১.০১ ভর্তুকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ইহা নিশ্চিত করিবে যে, তদন্তাধীন ভর্তুকি-

(ক) রপ্তানি কার্যক্রম সংশিষ্ট কিনা; অথবা

(খ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে আমদানিকৃত পণ্যের উপর দেশীয় পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কিত কিনা;

(গ) পণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইয়াছে কিনা, যদি না উক্ত ভর্তুকি নিম্নোক্ত কারণে পদান করা হইয়া থাকে, যথাঃ-

(অ) প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন বা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক অথবা তাহাদের পক্ষে গবেষণা কার্য পরিচালনা ; অথবা

(আ) রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরে অনুন্নত এলাকাসমূহের প্রতি সহায়তা ; অথবা

(ই) নূতন পরিবেশগত আবশ্যিকতার সহিত বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার অভিযোজন উন্নয়ন কল্পে সহায়তা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এবয় (খ) এর উদ্দেশ্যে, Final Act of the Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations - এর অন্তর্ভূক্ত কৃষি বিষয়ক চুক্তিতে উল্লিখিত প্রকৃতির ভর্তুকি বিবেচিত হবে না।

ব্যাখ্যা ১ ।- দফা (গ) এর উপ-দফা (অ) এর উদ্দেশ্যে ''গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য ভর্তুকি'' বলিতে বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক পরিচালিত অথবা উচ্চশিক্ষা গবেষণা স্থাপনা সমূহ কর্তৃক বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহের সহিত চুক্তি ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণা কার্যসমূহের জন্য সমহায়তা বুঝাইবে যদি উক্ত সহায়তা শিল্প গবেষণার ৭৫% ভাগ ব্যয়ের অতিরিক্ত না হয় অথবা প্রাক-প্রতিযোগিতা মূলক উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যয়ের ৫০% এর আতিরিক্ত না হয় এবং এই শর্তে যে, এইরূপ সহায়তা শুধুমাত্র নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সীমিত থাকিবে; যথা:

(অ) জনবলের জন্য ব্যয় (গবেষক, কলাকুশলী এবং অন্যান্য সহায়তাকারী কর্মীবৃন্দ যাহারা শুধুমাত্র গবেষণামূলক কার্যে নিয়োজিত) ;

(আ) কেবলমাত্র এবং স্থায়ীভাবে গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, ভূমি এবং ইমারতের ব্যয় (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হস্তান্তর ব্যতীত) ;

(ই) কেবলমাত্র গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত কন্সালটেন্সী অথবা অনুরূপ সেবার ব্যয় যাহার মধ্যে গবেষণা, কারিগরী জ্ঞান ও পেটেন্ট এর মূল্য অন্তর্ভূক্ত হইবে ;

(ঈ) গবেষণা কার্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়িত অতিরিক্ত উপরি ব্যয় ; এবং

(উ) গবেষণা কার্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যয়িত অন্যান্য চলমান ব্যয়সমূহ (যথা উপকরণ ও সরবরাহ এবং অনূরূপ ব্যয়) ।

২ । দফা (গ) এর উপ-দফা (অ) এর উদ্দেশ্যে ''অনুন্নত এলাকার প্রতি সহায়তাদানের জন্য ভর্তুকি'' বলিতে রপ্তানিকারক দেশের অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য অনুসৃত সাধারণ অবকাঠামোর আওতায় প্রদত্ত সহায়তা বুঝাইবে যাহা উপযুক্ত এলাকার স্বতন্ত্রভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে -

(ক) প্রতিটি অনুন্নত এলাকা অবশ্যই স্পষ্টরূপে নির্ধারিত সংলগ্ন ভৌগোলিক এলাকা হইতে হইবে যাহার অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিচিত স্বতন্ত্রভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাইবে ;

(খ) নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ট মান দন্ডের ভিত্তিতে এলাকাটিাক অনুন্নত এলাকারূপে গণ্য করিতে হইবে, এলাকাটির সমম্যাবলী যে সাময়িক পরিস্থিতি অপেক্ষা অধিকতর কিছু হইতে উদ্ভুত উহার প্রমাণ থাকিতে হইবে এবং উক্ত মানদন্ডের আইন, প্রবিধান বা অন্যকোন সরকারী দলিলপত্রে স্পষ্ঠরূপে উল্লেখ থাকিবে যাহাতে উহা যাচাই করা সম্ভব হয় ;

(গ) উল্লিখিত মানদন্ডে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপ থাকিতে হইবে যাহার নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের অন্তত: একটির ভিত্তিতে হইবে যথা :-

(অ) মাথাপিছু আয় অথবা মাথাপিছু পারিবারিক আয়, অথবা মাথাপিছু মোট গড় উৎপাদনের যে কোন একটি সংশ্লিষ্ট এলাকার গড়ের ৮৫% এর অধিক হইবে না

(আ) বেকারত্বের হার সংশ্লিষ্ট এলাকার গড় হারের কমপক্ষে ১১০% হইতে যাহা ৩ বৎসরাধিক সময়কালে পরিমাপকৃত হইবে, এই পরিমাপ যৌগিক হইতে পারে এবং অন্যান্য কারণ ইহার অন্তর্ভূক্ত থাকিতে পারে ।

৩। দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এর উদ্দেশ্যে ''নূতন পরিবেশগত আবশ্যকতার সহিত বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহায়তার জন্য ভর্তুকি'' বলিতে আইন এবং অথবা প্রবিধান দ্বারা আরোপিত নূতন পরিবেশগত আবশ্যকতার সহিত বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহ্য়তা বুঝাইবে যাহা বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহের উপর অধিকতর সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক বোঝা আরোপিত হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সহায়তা-

(অ) অনাবর্তক এককালীন ব্যবস্থা হইবে ; এবং

(আ) অভিযোজন ব্যয়ের ২০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে ; এবং

(ই) প্রতিস্থাপন ব্যয় সহায়ক মূলধন পরিচালনা ব্যয় বাবদ হইবে না, যাহা বাণিজ্যিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক বহন করিতি হইবে ; এবং

(ঈ) কোন বাণিজ্যিক সংস্থার উপদ্রব ও পরিবেশ দূষণের পরিকল্পিত হ্রাসের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ও সমানুপাতিক হইবে এবং কোন উৎপাদন ব্যয় হ্রাস বাবদ হইবে না ; এবং

(উ) যে সকল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নূতন সাজ-সরঞ্জাম এবং অথবা উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) মোতাবেক ভর্তুকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত নীতিমালা বিবেচনা করিবে।

১.০২ সুবিধা প্রদান।- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তুকির কারণে উহার গ্রহীতাকে প্রদেয় সুবিধা নির্ধারণকালে নিম্নলিখিত নীতিমালা বিবেচনা করিবে, যথাঃ

(ক) সরকার কর্তৃক সম মূলধন যোগানের ব্যবস্থা সুবিধা প্রদান হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না এ ধরণের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সুবিধা প্রদানকারী দেশের অন্তর্ভুক্ত এলকায় প্রচলিত বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যবস্থার সহিত অসংগতিপূর্ণ হয় ;

(খ) সরকার প্রদত্ত ঋণ সুবিধা প্রদান হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না উহার গ্রহীতা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী ঋণের উপর প্রদেয় অর্থের পরিমাণ তুলনীয় বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে প্রদেয় অর্থ অপেক্ষা কম হয় ; এ ধরণের পার্থক্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুইটি পরিমাণের ব্যবধান সুবিধা বিবেচিত হইবে ;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন ঋণ নিশ্চয়তা সুবিধা প্রদান হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি না সরকারী ঋণ নিশ্চয়তা লাভকারী বাণিজ্যিক সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় মাশুলের পরিমাণ এবং সরকারী নিশ্চয়তা অবর্তমানে তুলনামূলক বাণিজ্যিক ঋণের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে প্রাদয় মাশুলের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই প্রকার মাশুলের পরিমাণের পার্থক্য সুবিধা হিসাবে বিবেচিত হইবে ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক পণ্য অথবা সেবা অথবা পণ্য ব্যবস্থা সুবিধা হিসাবে বিবেচিটত হইবে না, যদি না পর্যাপ্ত মজুরীর ব্যবস্থা রাখা হয় অথবা পর্যাপ্ত মজুরীর অপেক্ষা অধিক প্রদানের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়। মজুরীর পর্যাপ্ততা ক্রয় অথবা সরবরাহ সংশ্লিষ্ট াদশে পণ্যের বিদ্যমান বাজার পরিস্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে (যাহার মধ্যে মূল্য, গুনাগুন প্রাপ্যতা, বাজার সুবিধা, পরিবহন এবং ক্রয় অথবা বিক্রয়ের অন্যান্য ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে)।

২.০০ <u>ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক (Countervailing Duty) আরোপ এর পূর্বশর্ত কি?</u>

২.০১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী শুধুমাত্র ভর্তুকি প্রাপ্ত হলে কোন পণ্যের উপর ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করা যায় না। ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক

আরোপ করার জন্য তিনটি বিষয় প্রমাণ করতে হবে: (১) দেশীয় শিল্প যে পণ্য উৎপাদন করে, বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য ভর্তুকি এর মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়েছে, (২) দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি (Injury) হয়েছে এবং (৩) ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে (Causal Link)। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে তদন্ত কাজ পরিচালনা করতে হবে এবং তদন্তে তিনটি বিষয়ে চেয়ারম্যান নিশ্চিত হলে ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করতে পারবে।

২.০২ মূল উৎপাদনকারী দেশ বিষয়ক সিদ্ধান্ত -

যেক্ষেত্রে কোন পণ্য উহার মূল উৎপাদনকারী দেশ থেকে সরাসরি আমদানি করা হয়নি এবং একটি মধ্যবর্তী দেশ থেকে আমদানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে এ বিধিমালা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হবে এবং এ সম্পর্কিত সকল আদান-প্রদান এ বিধিমালার উদ্দেশ্যে মূল উৎপাদনকারী দেশ এবং পণ্য আমদানিকারী দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩.০ বিধিমতে বাংলাদেশে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া কি?

৩.০১ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 18B এর sub-section (6) এবং section 18C এর sub-section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার শুল্ক-বহিঃ শুল্ক (ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, **১৯৯৫ (সংলাগ-১)** প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (Bangladesh Tariff Commission) এর চেয়ারম্যানকে, উক্ত বিধিমালার আলোকে ভর্তুকি এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন গ্রহন ও তদন্ত কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছে। যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন পেলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্তকাজ পরিচালনা করবে এবং সঠিক অভিযোগের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী ভর্তুকি এর মাত্রা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী ভর্তুকি এর কারণে অভিযুক্ত পণ্যের উপর ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (National Board of Revenue – NBR) নিকট সুপারিশ করবে।

৪.০ ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপের আবেদনের জন্য তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া কি?

৪.০১ ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদনের জন্য আবেদনকারী দেশীয় শিল্পকে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয়। পণ্যটির রপ্তানিকারক দেশে মূল্য এবং বাংলাদেশে এর রপ্তানিমূল্য

সংক্রান্ত প্রমাণ পেশ করতে হয় যাতে ভর্তুকি এর বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। দেশীয় শিল্প ভর্তুকি এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে/হওয়ার আশংকা করছে তা প্রমাণের জন্য তাঁদের উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয় যাতে ক্ষতির বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ এ উক্ত তথ্যপ্রমাণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে **(সংলাগ-২)** ভর্তুকি এর অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনপত্রের সমর্থনে তথ্য প্রদানের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিধিমতে Questionnaire for Complainants নামক নির্ধারিত ছকে তথ্যপ্রমাণ প্রদানের জন্য আবেদনকারী দেশীয় শিল্পকে অনুরোধ করে যা যথাসম্ভব পূরণ করে কমিশনে প্রেরণ করলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষায় তদন্তকাজ পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য আবেদন করলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ছক এবং তা পূরণ সংক্রান্ত গাইড এর কপি সরবরাহ করা হয়।

৫.০০ <u>আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি কিরূপ এবং এগুলোর উৎসসমূহ কি?</u>

৫.০১ ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার গ্রহণযোগ্য আবেদনের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি যথাসম্ভব প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করতে হয়ঃ

- আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের অনুরূপ দেশীয় পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদন ও মূল্য - আবেদনকারী/অনুরূপ দেশীয় পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের সংগঠন/দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের রেকর্ড সংরক্ষণ করে এমন সরকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট সংক্রান্ত শাখা)
- অভিযুক্ত ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটি সংক্রান্ত বর্ণণা - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী দেশ - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/আমদানির তথ্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইজ
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীগণকে যথাসাধ্যভাবে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/শুল্ক বিভাগ হতে সংগৃহীত আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস/বাংলাদেশের আমদানিকারকের সূত্রে প্রাপ্ত
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির আমদানিকারকগণের তালিকা - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/শুল্ক বিভাগ হতে সংগৃহীত আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস/বাংলাদেশের আমদানিকারকের সূত্রে প্রাপ্ত
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী দেশের বাজারে পণ্যটির স্বাভাবিক বিক্রয়মূল্য (Normal Value) - আবেদনকারী উক্ত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে ক্যাশমেমো প্রমাণ হিসেবে গ্রহন করতে পারে। কোন কারণে এ উপায়ে মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে পণ্যটি রপ্তানিকারক দেশে কারখানায় উৎপাদন করতে কত খরচ হয় তা উপযুক্ত প্রমাণসহ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই উপায়েও মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটি যে দেশ হতে রপ্তানি করা হয় সে দেশ হতে বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে কি মূল্যে রপ্তানি করা হয় তা উপযুক্ত প্রমাণসহ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

- কি পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে তার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটির বাংলাদেশে রপ্তানিমূল্য (ন্যায়সঙ্গত তুলনার জন্য স্বাভাবিক বিক্রয়মূল্য ও রপ্তানিমূল্য ব্যবসার একই পর্যায়ে (Same level of trade) হিসাব করতে হবে) - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/শুল্ক বিভাগ হতে সংগৃহীত রপ্তানিমূল্য সংক্রান্ত ইনভয়েস (এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সহায়তার প্রয়োজন পড়লে কমিশন তা প্রদান করবে)। কোন কারণে এ উপায়ে মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটি বাংলাদেশে কত দামে পাইকারী/খুচরা বাজারে বিক্রয় করা হয় তা ক্যাশমেমোসহ সংগ্রহ করে বিক্রয়জনিত খরচ বাদ দিয়ে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যটি কত মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়েছে তা নির্ণয় করা যেতে পারে।
- অভিযুক্ত ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের বাংলাদেশের বাজারে পরিমাণের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত তথ্য - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/আমদানির তথ্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইজ/ বাংলাদেশের আমদানিকারকের সূত্রে প্রাপ্ত।
- ভর্তুকি এর কারণে বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য। উদাহরণস্বরূপ বিক্রি, মুনাফা, উৎপাদন, বাজারের শেয়ার, উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগের উপর আয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, কর্মসংস্থান, মজুরী, প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি হ্রাস পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য - আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত

৬.০০ <u>দেশীয় শিল্প হিসেবে ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপের আবেদনকারীর যোগ্যতা কি?</u>

৬.০১ দেশীয় শিল্প (Domestic Industry) অর্থ অনুরূপ পণ্য উৎপাদন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা যারা অনুরূপ পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করে। তবে যে সব দেশীয় উৎপাদনকারীগণ ভর্তুকি এর কারণে অভিযুক্ত পণ্যের আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের সাথে সম্পর্কিত, অথবা নিজেরাই এর আমদানিকারক, সে সকল ক্ষেত্রে তারা দেশীয় শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উল্লেখ্য বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা কোন ব্যবসা বা বণিক সমিতি যার অধিকাংশ সদস্য বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য উৎপাদন করে, তাঁরা ভর্তুকি এর অভিযোগ তদন্তকালীন সময়ে আগ্রহী পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬.০২ ভর্তুকিপ্রাপ্ত অনুরূপ পণ্যের দেশীয় উৎপাদনকারীদের আবেদনপত্রের সপক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থনের মাত্রা পরীক্ষার ভিত্তিতে নিরূপণ করা হবে যে, আবেদনপত্রটি দেশীয় শিল্প কর্তৃক বা উহার পক্ষে দাখিল করা হয়েছে কি না। ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদন করার জন্য আবেদনপত্রটি সুস্পষ্টভাবে সমর্থনকারীদের অনুরূপ পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের পঁচিশ শতাংশ বা এর অধিক পণ্য উৎপাদন করতে হবে। যদি দেশীয় শিল্পের একটি অংশ আবেদনের বিরোধিতা করে, তবে সমর্থনকারীদের উৎপাদনের পরিমাণ সমর্থনকারী ও বিরোধিতাকারীদের মোট উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হতে হবে।

৬.০৩ ধরা যাক,
আবেদনকারীর উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'ক' শতাংশ

আবেদন সমর্থনকারীদের উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'খ' শতাংশ
আবেদন বিরোধিতাকারীদের উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'গ' শতাংশ
আবেদন সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করেনা এমন দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'ঘ' শতাংশ
অর্থ্যাৎ, ক + খ + গ + ঘ = ১০০

এখন ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদন বিবেচিত হবে যদি,
(১) ক + খ এর পরিমাণ ক + খ + গ + ঘ এর ২৫ শতাংশের সমান বা এর অধিক হয়, এবং
(২) ক + খ এর পরিমাণ ক + খ + গ এর পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয় ।

৭.০০ আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা কি রক্ষা করা হয়?

৭.০১ তদন্তকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে কোন পক্ষ (যেমন, দেশীয় শিল্প) গোপনীয় হিসেবে কোন তথ্য প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ গোপনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে প্রদত্ত তথ্যপ্রমাণাদি গোপনীয় হিসেবে বিবেচনা করবে এবং ক্ষেত্রমতে আবেদনকারী বা এরূপ তথ্য প্রদানকারী পক্ষের অনুমতি ছাড়া এগুলো প্রকাশ করবে না ।

৮.০০ ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত অনুরূপ পণ্য (খরশব চৎড়ফঁপঃ) কি?

৮.০১ "অনুরূপ পণ্য" অর্থ এরূপ পণ্য যা বাংলাদেশে ভর্তুকি এর অভিযোগে তদন্তাধীন পণ্যের হুবহু একই রকমের অথবা প্রায় সব দিক হতে একই রকম অথবা, এরূপ পণ্যের অবর্তমানে, অন্য কোন পণ্য যা সব দিক হতে একই রকম না হলেও তদন্তাধীন পণ্যের সাথে ঘনিষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ ।

৯.০০ ভর্তুকি এর কারণে স্বার্থহানি বলতে কি বুঝায়?

৯.০১ বিধি অনুযায়ী ভর্তুকি এর কারণে স্বার্থহানি বলতে নিম্নোক্ত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের স্বার্থহানি করেছে কিনা, অথবা
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের প্রতি স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করেছে কিনা, অথবা
- ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে কোন শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে কিনা ।

৯.০২ স্বার্থহানি নিরূপণের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে যেসব বিষয় প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করতে হয়ঃ
(১) দেশীয় উৎপাদন ও ভোগের তুলনায় ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া,
(২) স্থানীয় বাজারে ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির ফলে বাংলাদেশের অনুরূপ পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কি না অথবা অন্য কোনভাবে মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিগামী হয়েছে কি না অথবা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যহত হয়েছে কি না, এবং
(৩) উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির বিরূপ প্রভাবের কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া ।

উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানি ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাত যে সব বিষয় একই সময়ে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে তাও পরীক্ষা করে দেখবে, এবং ঐ সব বিষয়জনিত স্বার্থহানির জন্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানিকে দায়ী করবে না।

৯.০৩ স্বার্থহানির হুমকির সম্ভাবনা তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে, শুধু অভিযোগ, অনুমান বা সুদূর সম্ভাবনার ভিত্তিতে স্বার্থহানি বিবেচনা করে আবেদন করা সমীচীন নয়। এমন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রধানতঃ নিম্নের বিষয়গুলিও বিবেচ্যঃ

(১) বাংলাদেশে ভর্তুকিপ্রাপ্ত আমদানির উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি যা অধিক পরিমাণ বর্ধিত আমদানির সম্ভাবনা নির্দেশ করে,

(২) রপ্তানিকারকের যথেষ্ট অবাধে হস্তান্তরযোগ্য অথবা আশু উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি যা বাংলাদেশের বাজারে অধিকতর ভর্তুকিকৃত রপ্তানির সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানি বাজার কর্তৃক অতিরিক্ত রপ্তানি আত্মীকরণের ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে,

(৩) আমদানিকৃত পণ্য এরূপ মূল্যে আনা হচ্ছে যা স্থানীয় মূল্যের উপর উল্লেখযোগ্য মন্দাভাব বা নিগামী প্রভাব সৃষ্টি করে এবং যা আরও আমদানির চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে, এবং

(৪) তদন্তাধীন পণ্যের মজুত।

১০.০ ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় ?

১০.০১ ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করার পূর্ব পর্যন্ত বিধি অনুযায়ী নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়ঃ

- দেশীয় শিল্প কর্তৃক ভর্তুকি এর কারণে স্বার্থহানি হয়েছে এমন অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্র বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আবেদনপত্রের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণাদি প্রেরণের জন্য Questionnaire for Complainants নামক নির্ধারিত ছক আবেদনকারীকে প্রেরণ
- নির্ধারিত ছকে প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি চাহিদা অনুযায়ী প্রেরিত হয়েছে কিনা তা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাকরণ
- প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি চাহিদা অনুযায়ী প্রেরিত না হলে তা পুনঃপ্রেরণের জন্য আবেদনকারীকে অনুরোধ
- প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি চাহিদা অনুযায়ী প্রেরিত হলে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের রপ্তানিকারক দেশের সরকারকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে অবহিত করবে
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আবেদনপত্রের সমর্থনে প্রেরিত তথ্যপ্রমাণাদির নির্ভরযোগ্যতা ও পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করবে
- অভিযোগের যথাযর্থতা সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রমাণ পেলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, অথবা প্রাথমিক প্রমাণ না পেলে আবেদন অগ্রাহ্য করবে
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে আবেদনটিতে দেশীয় শিল্পের পর্যাপ্ত সমর্থন আছে কিনা তা পরীক্ষা করবে
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করবে যাতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও তদন্ত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে। জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তির কপি ভর্তুকি এর অভিযোগাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক, রপ্তানিকারক দেশের সরকার ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রদান করা হবে। তাছাড়া আবেদনপত্রের কপি

রপ্তানিকারকগণ অথবা তাদের বণিক সমিতি, রপ্তানিকারক দেশের সরকার এবং লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষকে সরবরাহ করা হবে ।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারী করে নির্ধারিত ছকে রপ্তানিকারক, বিদেশী উৎপাদনকারী, আমদানিকারক এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের নিকট হতে তথ্য আহবান করবে এবং উক্ত তথ্য বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হবে ।
- বিভিন্ন পক্ষ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অভিযোগের যথার্থতা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্যের উপর ভর্তুকি এর মাত্রার অনধিক পরিমাণ সাময়িক শুল্ক আরোপের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করবে যাতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানির সাময়িক প্রতিকার হয় । তবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হতে ষাট দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এরূপ শুল্ক আরোপ করা যাবে না । এরূপ শুল্ক অনধিক ছয় মাস মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং সরকার প্রয়োজন মনে করলে উক্ত মেয়াদ অনধিক তিন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে । এরূপ শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে প্রেরণ করা হবে ।
- প্রাথমিক প্রমাণ প্রাপ্তি ও সাময়িক শুল্ক আরোপের পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন অধিকতরভাবে প্রাপ্ত অভিযোগের যথার্থতা বিচারের জন্য তদন্তকাজ অব্যাহত রাখবে এবং আরো তথ্য সংগ্রহ করবে । তবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার এক বৎসরের মধ্যে তদন্তাধীন পণ্য ভর্তুকিপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে এবং সরকারের নিকট চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করবে ও ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করবে । তবে সরকার ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে উল্লেখিত সময়সীমা ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবে
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের তিনমাসের মধ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চূড়ান্ত রিপোর্টের আওতাভূক্ত পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর ভর্তুকি বিরোধী শুল্ক আরোপ করতে পারবে এবং উক্ত শুল্কের পরিমাণ নির্ণিত ভর্তুকি এর মাত্রার অধিক হবে না

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন অনুযায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে । কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে কসন্টাবেইলিং সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী দেশীয় শিল্পকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছে ।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাথে যোগাযোগঃ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (১০ম এবং ১২তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ফোনঃ চেয়ারম্যান-৮৩১৪৫৪২

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগঃ ৯৩৩৫৯৯৩, ৯৩৩৫৯৯৪, ৯৩৩৬৪৪৭, ৯৩৩৫৯৩৫

ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৮৩১৫৬৮৫

ওয়েব পোর্টালঃ http://www.bdtariffcom.org

ই-মেইলঃ btariff@intechworld.net

এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক নির্দেশিকা ঃ এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক নির্দেশিকার ১০০০ (এক হাজার) কপি মুদ্রিত হয়েছে। ডাম্পিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বণিক সমিতির তালিকা তৈরি করে নির্দেশিকা বিতরণের কাজ চলছে।

কাউন্টারভেইলিং মেজারস সংক্রান্ত নির্দেশিকা ঃ কাউন্টারভেইলিং মেজারস সংক্রান্ত নির্দেশিকার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা বিজি প্রেস হতে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে।